জন্যে বিদেশ গমন করিয়া এক নগরমধ্যে পঁহু-
ছিয়া সেই নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ
করিলেক রাজা তাহার গাত্রেতে তলোয়ারের
চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এ ব্যক্তি বড়
বীর হইবেক কেননা অস্ত্রাদির চিহ্ন সকল গাত্রে
আছে রাজা ইহাই বিবেচনা করিয়া সেই
শৌণ্ডিককে চাকর রাখিয়া মর্য্যাদাবান করিলেন ৷
কএক দিবসের পর রাজার অকস্মাৎ এক রিপু
উপস্থিত হইল তখন রাজা সেই শৌণ্ডিককে সকল
সৈন্যের সেনাপতি কার্য্যেতে নিযুক্ত করিয়া আপন
শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে পাঠাইতে চাহিলেন শৌণ্ডিক
সমরের কথা শুনিয়া অতিভীত হইয়া রাজার
অগ্রে নিবেদন করিলেক মহারাজ আমি জাতিতে
শৌণ্ডিক আমাহইতে কখন যুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন
হইবেক না এবং আমিও যুদ্ধ জানি না রাজা
ইহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া অন্তঃকরণে বিবেচনা
করিলেন যে আমি কুক্কুরকে সিংহের কর্ম্মেতে
নিযুক্ত করিয়াছিলাম এ আমার বড় লজ্জার বিষয়

ইহাই ভাবিয়া আর এক জন ওপযুক্ত মনুষ্যকে
সেনাপতি করিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রেরণ করিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে
কহিলেক ও কর্ত্রী দাসসঙ্গি করিয়া যাইও না
বরঞ্চ একাকিনী যাও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া
একাকিনী যাইতে ওদ্যত হইলেন এই সময়
কুক্কুট রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ
খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

২৮ অষ্টাবিংশতি ইতিহাস। —

এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগালবৎসকে আপন বৎস্যেরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা। —

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা পুরুষের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রিয়তমের নিকট গমনের অনুমতি চাহিতে তোতার নিকটে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে পুরুষের বেশ দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেক ও কর্ত্রী অদ্য বড় অন্ধকার রজনী তুমি প্রিয়তমের নিকটে যাইবার কারন পুরুষের বেশ ধারন করিয়া একাকিনী আসিয়াছ কিন্তু ভৃত্য সঙ্গে আন নাই ভাল করিয়াছ অদ্য আমার পূর্ব্বের বন্ধু এক তোতা উড়িয়া যাইতে ছিলেন আমাকে পিঞ্জরে দেখিয়া পিঞ্জরের নিকটে আসিয়াছিলেন তিনি বাক্যের প্রসঙ্গেতে এক

ইতিহাস কহিলেন যে যত কল্য এক বাক্য আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ক্ষুদ্র সাহসী আর তুচ্ছ ব্যক্তি হইতে বড় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না সেই রূপ এক বাক্য তাহার স্থানে শুনিলাম যোতেস্বা কহিলেন সে কথা কিপ্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক বনে এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রী এই দুই ব্যক্তি দুই বৎস্যর সহিত থাকিত এক দিবস ব্যাঘ্র সেই বনের পার্শ্বে মৃগয়ার্থে বহু ভ্রমন করিয়া কিছু না পাইয়া বহু শ্রমযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সে স্থানে আসিতেছিল ইতিমধ্যে এক দিবসের এক শৃগাল বৎস সেই পথের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেক অদ্য এই বৎস আমি পাইয়াছি কিন্তু ইহাকে ভক্ষন করিতে দয়া হয় বরঞ্চ দুই এক দিবস অনাহারে থাকিব তথাচ এমন বৎসকে আহার করিতে পারিব না কিন্তু তুমি উপবাসী থাকিতে পারিবে না ইহাকে যদি ভক্ষন কর তবে

আমার গোচরে এই বৎস্যকে ভোজন করিও না।
ব্যাঘ্রী ইহাই শুনিয়া কহিলেক তুমি পুরুষ তোমার
দের অন্তঃকরন বড় কঠিন তাহাতে তোমার দয়া
জন্মিল স্ত্রী জাতির অন্তঃকরন বড় কোমল আমিও
স্ত্রী কি প্রকারে এই বৎস্যকে আহার করিব যদি
তুমি আজ্ঞা কর তবে এই বৎস্যকে পালন করি যে
প্রকার উহার মাতা পালন করিত ব্যাঘ্র কহিলে
ভাল পরে ব্যাঘ্রী আপন বৎস্যেরদের সহিত তাহাকে
প্রতিপালন করিতে লাগিল। দুই তিন মাস পরে
ব্যাঘ্রের দুই বৎস্য এবং শৃগাল বৎস্য এই তিন বৎস্য
বড় হইল কিন্তু ব্যাঘ্রবৎস্যেরা ঐ শৃগাল বৎস্যকে
আপনারদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া একত্র
খেলা করিত এক দিবস সেই তিন বৎস্য মৃগয়া
করিতে গমন করিয়া এক হস্তীকে দেখিয়া ব্যাঘ্রের
দুই বৎস্য হস্তিরদিগে দৌড়াইল শৃগাল ক্ষুদ্র পশু
হস্তীকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া এক তরুর গহ্বরে
গোপন হইল যখন ব্যাঘ্র বৎস্যরা দেখিলেক
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলাইয়াছেন তখন তাহারা

বাটীরদিগে গমন করিয়া এক দণ্ড পরে বাটী পঁহু
চিয়া আপন মাতাকে আপনারদের সমস্ত কথা
গোচর করিলেক। ব্যাঘ্রী শুনিয়া কহিলেক
যে তোমরা ব্যাঘ্র বত্স সে শৃগালপুত্র কি প্রকার
তোমারদের ন্যায় সাহস করিয়া হস্তির সহিত
যুদ্ধ করিবেক। ও পুত্রেরা শুন যে জন বড়
তাহার বড় সাহস সেই উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহে
যে ক্ষুদ্র তাহার অল্প সাহস সে কদাচিত বড়
কার্য্য করিতে পারে না এবং বৃহৎ ব্যাপার
করিতেও উদ্যত হয় না।—

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে
কহিলেক ও কর্ত্রী এখন তুমি উঠিয়া আপন
প্রিয়তমের নিকট যাও। খোজেস্তা গমন
করিতে উদ্যত হইলেন এই কালীন কুক্কুট ডাকি
তে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন খোজে
স্তার সে দিবস গমন হইল না।—

২৭ ঊনত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক প্রবীন লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা দুঃখান্বিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে প্রেমানলে আমার মনোদাহ হইতেছে অদ্য রাত্রিতে যে প্রকারে আমি বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাইতে পারি তাহা কর। তোতা খোজেস্তাকে বড় ব্যস্তা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেক ও কর্ত্রী শুন আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র তোমার বন্ধুর সন্নিধানে পঁহুছ এবং প্রত্যহ রজনীতে তোমাকে বিদায় দিই কিন্তু তুমি বিলম্ব করিয়া যাইতে পার না অদ্য আপন প্রিয়তমের নিকটে শীঘ্র প্রস্থান কর

কিন্তু শত্রুকে তুমি প্রত্যয় করিও না যদি প্রত্যয় কর তবে যেমত সর্পহইতে এক প্রবীন লোকের পুত্রের দশাহইয়াছিল সেই প্রকার দশা তোমার ও হইবেক। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক প্রবীন লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন অকস্মাৎ এক সর্প যাইয়া সেই বড় মনুষ্যের সন্তানের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিলেক ও বড় মনুষ্যের পুত্র আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট করিতে আমার পশ্চাৎ২ আসিতেছে অতএব তুমি আশ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ইহাই শুনিয়া আমিরের পুত্র সেই নাগকে অনুকূল হইয়া আপন জামার আস্তিনেতে স্থান দিলেন সর্পও সেই আস্তিনমধ্যে গোপন হইল এক দণ্ড পরে এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া সেই খানে পঁহুছিয়া সেই উত্তম

লোকের পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেক এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প আমার অগ্রে পলাইয়া আসিয়াছে তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি না? আমির নন্দন কহিলেন আমি সর্প দেখি নাই। পরে সেই ব্যক্তি সেই স্থানের আশপাশ দৃষ্টি করিয়া সর্পের অন্বেষণ না পাইয়া বাহুড়িয়া বাটী গেল তৎপরে আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প তোমার বৈরি বাটীগমন করিয়াছে তুমি এখন বাহির হও। ভুজঙ্গ ইহা শুনিয়া কহিলেক ও আমির পুত্র প্রথম তোমাকে দন্তাঘাতে নষ্ট করিব তবে আমি বাহির হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি তুমি আমাকে নষ্ট করিবা এ কোনমতে ভাল নহে। সর্প উত্তর করিলেক তুমি বড় মূর্খ ও নির্ব্বোধ ইহা জান না আমি সর্প খল জাতি যখন তুমি আমাকে স্থান দিয়াছ তখন আপনার মন্দ করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যাহারদের উপকার বোধ নাই তাহারদের উপকার করা অতি অকর্ত্তব্য এবং

অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম। আমিরপুত্র ইহাই শ্রবণ করিয়া মনে ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কিপ্রকার ইহার হস্তহইতে রক্ষা পাই। পরে আমিরপুত্র সর্পকে চাতুরির দ্বারা কহিলেন ও সর্প শুন আর এক সর্প আসিতেছে তুমি বাহির হইয়া আমার সঙ্গে আইস তাহাকে এই সব কথা দুই জনে জ্ঞাত করাই সে তোমার জাতি কিন্তু সে যদি বলে যে ইহাকে দংশন করা ওচিত হয় তবে তোমার স্বেচ্ছা যাহা হয় তৎক্ষনাৎ তুমি তাহাই করিও। সর্প ইহাই শুনিয়া জামার আস্তিনহইতে মুখ বাহির করিয়া অন্য ভুজঙ্গকে দেখিতে লাগিল ইত্যবসরে আমিরের পুত্র এক বড় প্রস্তর হস্তে লইয়া ঐ দুষ্ট সর্পের মস্তকে সেই প্রস্তরাঘাত করিলেন সেই প্রস্তরাঘাতে সর্প প্রাণ ত্যাগ করিল এবং আমির নন্দন রক্ষা পাইলেন।—

খোজেস্তা এই ইতিহাস শুনিয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা তোমার নীতি বাক্য আমি

গ্রাহ্য করিলাম এখন তুমিও আমার এক বাক্য গ্রহন কর। তোতা ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি যাহা আজ্ঞা করিবা তাহাই করিব। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তুমি তুষ্ট হইয়া প্রিয়তমের নিকটে আমাকে শীঘ্র বিদায় দেও। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি ওঠ আর বিলম্ব করিও না আমার এই ইচ্ছা যে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র পঁহুছ। পরে খোজেস্তা ওঠিয়া গমন করিতে ওদ্যত হইলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

৩০ ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক সিপাই আর এক স্বর্নকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাকাল হইল তখন খোজেস্তা অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস এবং নানা জাতীয় উত্তমং ফলাদি ভোজন করিয়া গাত্র এবং চিকুর পরিষ্কার করিয়া নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া এবং নয়নে কজ্জল প্রদান করিয়া অতি উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং নানাপ্রকার রত্নাভরনেতে ভূষিতা হইয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে গমনের বিদায় লইতে তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও আমার মনোজ্ঞ আমাকে অনুমতি দেহ তবে আমি সখা সমীপে যাই এবং তাঁহার সহিত মিলন করি। তোতা

ইহাই শুনিয়া ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী এ অতিভাল কথা তুমি শীঘ্র গমন কর কিন্তু আমার এই কথা মনে রাখিবেন আপনার গুপ্ত কথা কাহাকেও কহিবেন না যদি কহেন তবে যেমত স্বর্ণকারি আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া মরিল তেমত তোমারেও ঘটিবে। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা স্বর্ণকার কিরূপ মরিল তাহার বৃত্তান্ত কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক সিপাই এক ধনবান স্বর্ণকারের সহিত বন্ধুতা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার যথেষ্ঠ ভরসা রাখিত এবং যথেষ্ঠ প্রত্যয় করিত আপন কোন বিষয়ের কথা তাহাকে গোপন করিত না। এক দিবস সিপাই নগর ভ্রমন করিতে যাইতে ছিল অকস্মাৎ পথমধ্যে দেখিলেক যে একটা থলি পড়িয়া রহিয়াছে সিপাই সেই থলি হস্তে করিয়া তাহার মুখ খুলি য়া দেখিলেক যে অনেক স্বর্ন মুদ্রা আছে পরে

তাহাই দেখিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া থলিহইতে সার্দ্ধ দ্বিশত স্বর্ণমুদ্রা গণন করিয়া পুনর্ব্বার সেই থলির মধ্যে রাখিয়া থলি বদ্ধ করিলেক পরে সেই থলি সুদ্ধা আপনার বন্ধু স্বর্ণকারের নিকট গমন করিয়া কহিলেক ও বন্ধু এখন আমার প্রাক্তন ভাল হইয়াছে বিনা শ্রমেতে এত স্বর্ণমুদ্রা পথমধ্যে পড়িয়া পাইলাম কিন্তু আমার স্থানাভাব অতএব তোমার গৃহমধ্যে রাখ এই কথা বলিয়া সিপাই স্বর্ণমুদ্রা সুদ্ধা সেই থলি স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত করিলেক। কএক দিবসের পর সিপাই স্বর্ণকারের স্থানে সেই স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেক। স্বর্ণকার স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া তাহকে কহিলেক ও সিপাই এতকাল তোমাকে বন্ধুজ্ঞান করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তুমি আমার শত্রু কেননা আমাকে ধনবান দেখিয়াছ এই হেতু মিথ্যা স্বর্ণমুদ্রার দাওয়া আমার ওপর করিতেছ তুমি কোন কালে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলা? এ বড় মন্দ কথা

যে আমার নিকট স্বর্ন্নমুদ্রা চাহ যদি কোন ব্যক্তি শুনে তবে সত্য কহিবেক। সিপাই ইহাই শুনিয়া অনুপায় হইয়া কাজীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেক পরে কাজী সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সিপাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও সিপাই তোমার কেহ সাক্ষী আছে সিপাই বলিলেক আমার যদি সাক্ষী থাকিত তবে সে কখন মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না। পরে কাজী মনে বিচার করিলেন স্বর্নকার জাতি বড় বিশ্বাসঘাতক ও অধার্ম্মিক এবং চোর এ সিপায়ের স্থাপিত ধন স্বর্নকার অবশ্য হরন করিয়া থাকিবেক স্বর্নকারের এ ক্রিয়া বড় আশ্চার্য্য নহে। কাজী এই বিবেচনা করিয়া সেই স্বর্নকার আর তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও একান্ত মানিলেক না যে সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা জানি। কাজী স্বর্ন কারকে কহিলেন ও স্বর্নকার আমি বিলক্ষন জানিতেছি তুমি সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা লইয়াছ কেন

কবুল কর না শুন যদি তুমি সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা না দেও তবে কল্য প্রাতে তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই কথা কহিয়া কাজী আপন বাটীর মধ্যে গিয়া এক সিন্দুকের মধ্যে দুই জন মনুষ্য বসাইয়া সিন্দুকের মুখ বন্ধ করিয়া এক কুটরির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার সেই স্বর্নকারকে কহিলেন ও স্বর্নকার যদি এখনও সিপায়ের মুদ্রা দেহ তবে ভাল হয় কিন্তু অদ্য যদি না দেহ তবে তোমারদের দুইজনকে কল্য নষ্ট করিব। ইহাই বলিয়া সেই স্বর্নকার ও তাহার স্ত্রী এই দুইজনকে যে গৃহে সিন্দুক রাখিয়া ছিলেন সেই গৃহে তাহারদের আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন দূতেরাও তাহারদের দুইজনকে সেই গৃহে আটক করিলেক পরে অর্দ্ধরাত্রের সময় স্বর্নকারের স্ত্রী স্বর্নকারকে কহিলেক ও নাথ যদি তুমি সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা লইয়া থাক তবে তাহা আমাকে বল এবং কোথায় রাখিয়াছ

পত্নীকে কি কহিয়াছিল তাহা কহ ?। তারপর সেই দুইজন যে কিছু কথোপকথন শুনিয়াছিল সে সকল কাজীকে কহিলেক কাজী আপন লোক স্বর্ণকারের বাটীতে পাঠাইয়া যে স্থানে সেই থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা পোঁতাছিল সেই স্থানহইতে থলিসুদ্ধা স্বর্ণমুদ্রা আনাইয়া সিপাইকে দিয়া স্বর্ণকারকে শূলিতে বসাইয়া নষ্ট করিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী যদি স্বর্ণকার এ কথা আপন স্ত্রীকে না কহিত তবে প্রকাশ হইত না

তাহাও কহ। স্বর্নকার কহিলেক আমি স্বর্নমুদ্রা লইয়াছি সত্য বটে এবং ফলনা স্থানে ভুমির মধ্যে রাখিয়াছি। এই কথোপকথনের পর যখন রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইল তখন কাজী বিচার করিতে বসিয়া স্বর্নকার আর স্বর্নকারের স্ত্রীকে আপন সাক্ষাতে ডাকাইলেন তাহারপর সিন্দুক আনাইয়া তাহাহইতে সেই দুই জনকে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্নকার রাত্রিতে আপন

এবং স্বর্নকারও মরিত না। এই কারন তোমা যে নিবেদন করিলাম যে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিও না এখন তুমি আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন কর। তখন যোজেস্তা যাইতে ওদ্যত হইতে ছিলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারন যোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

৩১ একত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক সয়দাগার আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মনকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগনের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণা লঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অতএব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক সহরে এক ধনবান সয়দাগার ছিল কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না একারন সয়দাগার এক দিবস অন্তঃকরনে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই

ধন কে ভোগ করিবেক? অতএব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সয়দাগার ইহাই পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রা বস্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক? ইহা ভাবিয়া কিছুই রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারন করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ঠা ঘাত করিবা আমিও সেই যষ্ঠ্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রান ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ন হইবেক সেই কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ন লইবা তাহারপর যেমত আমার অবয়ব সেইরূপ হইবেক। দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগারকে কামাইতে ছিল এই কালে

সেই পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মন পঁহুছিল পরে ময়দাগার গাত্রোত্থান করিয়া একক বার তাহার মস্তকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মন সেই যষ্ঠ্যাঘাতে প্রান ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ন হইল। নাপিত দেখিলেক একারন ময়দাগার তাঁহাকে একক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না। নাপিত ইহাই দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মনকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলেই স্বর্ন পায়। নাপিত ইহাই ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া একক বিপ্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ন হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ঠ্যাঘাত হইবামাত্র চিৎকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সেই শব্দ শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সেই দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্যে বিপ্রেরদিগকে যষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছ?

নাপিত উত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম সেই সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মন আসিয়াছিল পরে সয়দাগর সেই ব্রাহ্মনকে কএকবার যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক তাহাতেই সেই ব্রাহ্মনের প্রান ত্যাগ হইল এবং তাহার শরীর স্বর্ন হইল ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মনেরদিগে বড় যষ্ঠ্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ন পাইব ইহাই স্থির করিয়া ব্রাহ্মনেরদিগকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ন হইল না কেবল কলহ উপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সেই সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেছে? সয়দাগর উত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিচারকর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে

কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুন। পরে থোতেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে ওদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন থোতেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

৩২ দ্বাত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক মণ্ডুক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া বিদায় চাহিলেন। তোতা ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি হৃষ্টা থাক কিছু সন্দেহ করিও না আমি চেষ্টা করিয়া তোমাকে তোমার প্রিয়তমের সহিত অবশ্য মিলন করাইব। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আর আমি একচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি তথাচ কর্ম্ম সফল হইল না আমার এমত মন্দ কপাল হইয়াছে যে তাহা কহিয়া সীমা করিতে পারি না। তোতা ইহাই শুনিয়া ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি কদাচ

ভাবিও না এ সহজ ব্যাপার যে সকল কর্ম্ম অতিকঠিন তাহাও অনেকে একত্র হইলে শীঘ্র সম্পন্ন হয় যেমত এক মণ্ডুক আর এক ভ্রমর এবং এক পক্ষী ইহারা ঐক্য হইয়া এক বৃহৎ হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক নগরের মধ্যে এক বৃক্ষ তাহার শাখা ছত্রের ন্যায় তাহার ওপর এক ক্ষুদ্র পক্ষী অণ্ড রাখিয়াছিল। তারপর এক দিবস এক হস্তী সে স্থানে গমন করিয়া সেই বৃক্ষেতে আপন গাত্র ঘর্ষণ করিতে২ শরীরের ঠেলেতে বৃক্ষ লড়িয়া সেই সকল অণ্ড ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইল পরে সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনোদুঃখেতে দুঃখিত হইয়া সেই তরুর শাখাতে শরীর আছাড়িয়া সর্ব্বদা রোদন করিত কিন্তু এক দিবস সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনে বিবচনা করিলেক আমি মসার তুল্য হস্তির কি করিব পরে সেই পক্ষী হস্তীকে অভিশাপ দিয়া

মনে বিবেচনা করিলেক যে এই হস্তী আমার বড়
শত্রু কোন ছল করিয়া ইহাকে দুর করিব কিন্তু
ইহাকে দুর করা আমার সাধ্য নহে আমার এক
দীর্ঘচঞ্চু পক্ষি বন্ধু আছে তাহার নিকট গমন
করি ইহাই স্থির করিয়া তাহার সমীপে গমন
করিয়া আদ্যোপান্তের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া
কহিলেক ও বন্ধু এক হস্তী আমার দুঃখদায়ক
হইয়াছে অতএব আমার এই দুঃসময় উপস্থিত
তুমি আমার বন্ধু যদি তুমি কোন উপায় না কর
তবে তোমার সহিত আমার কি প্রীতি বন্ধুতা
করে কিছু পরকালের কারন নহে কিন্তু বন্ধু
তাহারে বলি যে দুঃসময়ে উপকার করে। ইহাই
শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী উত্তর করিলেক এ বড়
বিষম কর্ম্ম আমি একাকী হস্তীকে দূর করিতে
কখন পারি না আমার এক বন্ধু ভ্রমর আছেন
তিনি অতিসুবোধ এবং বিবেচক চল আমরা
তাহার সহিত পরামর্শ করি। ইহা কহিয়া সেই
দুই পক্ষী ভ্রমরের নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত

করাইলেক। ভ্রমর ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিলেক এ কর্ম্ম আমার সাধ্য নহে চল আমার এক বন্ধু মণ্ডুক আছেন আমরা সকলে তাহার সমীপে যাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় তাহাই করিব। পরে তিন প্রাণী মণ্ডুকের নিকট পঁহুছিয়া তাহাকে ঐ সকল কথা জানাইল। ডিম্ব ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া মণ্ডুক বিস্তর খেদ করিয়া কহিলেক তুমি কিছু ভাবনা করিও না নিরুদ্বেগে থাক অনেকে পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অতি উচ্চ পর্ব্বতকেও নীচ করিতে পারে। তাহার পর মণ্ডুক হস্তীকে সে স্থান ত্যাগ করাইবার কারন মনোমধ্যে বিবেচনা স্থির করিয়া ভ্রমরকে কহিলেক যে তুমি হস্তির নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণে মধুর শব্দ কর যেন তাহা শুনিয়া সে মত্ত হয় তদনন্তর এই দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী আপন ঠোঁটের দ্বারা তাহার দুই লোচন উৎপাটন করিলে হস্তী পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া ভ্রমন করিবেক এই প্রকার কিছু কাল ভ্রমন করিলে

হস্তী বড় ক্ষুধিত ও তৃষিত হইবেক যখন এই প্রকার হইবেক তখন তাহার আগে২ আমি শব্দ করিতে২ যাইব হস্তী আমার শব্দ শুনিয়া মনে বিবেচনা করিবেক যে মণ্ডুক জল বিনা থাকে না ইহা ভাবিয়া আমার পশ্চাৎ২ যাইবেক আমি তাহাকে এমত স্থানে ক্ষেপন করিব যে সে স্থান হইতে কখন উঠিতে পারিবেক না এবং তাহার শব্দ কেহ শুনিতে পাইবেক না সে অনাহার থাকিয়া মরিবেক। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তিন ব্যক্তি হস্তীকে ছলের দ্বারা নষ্ট করিয়াছিল।

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী ক্ষুদ্রজন্তুরা একযুক্তি হইয়া হস্তির প্রাণ লইয়াছিল। যদি তুমি আমি পরামর্শ করি. তবে তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধহইতে পারিবেক কিন্তু এখন তুমি শীঘ্র বন্ধুর নিকট যাও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় ঊষাকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

ফগাফুরচিন নামে এক রাজা স্বপ্নেতে রুমের রাজীর ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা ভাবনা যুক্তা হইয়া তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও তোতা আমি পূর্ব্বে এ কথা তোমাকে শুনাইয়াছি কিন্তু এখনও কহি তুমি শুন এক জন পুরুষ জ্ঞানিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে প্রীতি কি বটে? তাহারা ওত্তর দিলেক প্রীতি জীবন মৃত্যুর স্বরূপ দেখ যে লোক প্রেম করে সে জীবনে মৃত্যুর ন্যায় হয় এবং নির্লজ্জও হয় প্রীতের এই ফল একারন আমি আর প্রীতি করিতে চাহি না। তোতা ওত্তর দিলেক ও কর্ত্রী শুন কথাতে আর করাতে অনেক দূর যাহারা প্রীতি করে তাহারা কখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া

থাকিতে পারে না এবং বন্ধু ব্যতিরেক কদাচ বাঁচিতে পারে না যদি স্ত্রী পুরুষ বিনা থাকিতে পারিত তবে কমের রানী বহুকাল পুরুষের সহিত আলাপ ও বিবাহ না করিয়া শেষে কেন বিবাহ করিলেন? যদি তিনি ইহাতে তুষ্টা হই তেন তবে কখন বিবাহ করিতেন না। তুমি একান্ত রহিতে পারিবে না। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন রানীর উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করি লেক।

ও কর্ত্রী শুন ফগফুর চিন রাজার এক পাত্র তিনি বড় জ্ঞানী এক দিবস রাজা নিদ্রাবস্থাতে কমের রানীকে স্বপ্নে দেখিতেছিলেন এই সময় সে পাত্র দেশের কোন প্রয়োজনের পরাম র্শের কারন রাজাকে জাগাইলেন। ফগফুর রাজা জাগ্রত হইয়া খড়্গ হস্ত হইয়া সে পাত্রকে ছেদন করিতে উদ্যত হইবামাত্র সে স্থানহইতে পাত্র পলাইয়া অন্য লোকের বাটীতে গেলেন।

রাজা মগাফুর চিন ক্রোধেতে হস্ত ভূমে আঘাত করিয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া আপন জামা চিরিয়া চিচকার শব্দ করিলেন সেই শব্দ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা রাজাকে জিজ্ঞাসিলেক ও মহারাজ তোমার কি হইয়াছে তুমি কি কারন এমত শব্দ করিতেছ? রাজা কিছু স্থির হইয়া ওত্তর করিলেন আমি স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমার হস্ত চুম্বন করিতে ছিল আমি ও তাহার পাদানত হইতে ছিলাম এমত সুরূপা নারী আমি কখন দেখি নাই সেই সময় পাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ করাইলেক তারপর আমি আর সে কন্যাকে দেখিতে পাইলাম না একারন আমি সর্ব্বদা সে স্ত্রীকে মনে করিতেছি এই কথা শুনিয়া মগাফুর চিনের দ্বিতীয় পাত্র বড় চিত্রকর রাজার পুর্য্যার্থ যেমত শুনিলেক তদ্রূপ এক পট চিত্র করিয়া পুরান পথে রাখিয়া আপনি সেই স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া যেং বিদেশী ব্যক্তিরা আসিত তিনি তাহারদিগকে সেই পট দেখাইয়া

জিজ্ঞাসা করিতেন যে তোমরা এমত নারী কোন স্থানে দেখিয়া থাক কিম্বা শুনিয়া থাক তাহা কহ। এইরূপ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেং কিছু কালের পর এক জন বহুদেশদর্শী সেই পাত্রের নিকট আইল পাত্র তাহাকে দেখিয়া ঐপুত্তিমূর্ত্তি তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও বহুদেশ দর্শী তুমি এই প্রকার স্ত্রী লোক কোন স্থানে দেখিয়াছ? সেই ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র এই আকার কন্যা আমি দেখিয়াছি ইনি রুম দেশের রাণী অথচ অবিবাহিতা। পাত্র ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক রাণী কেন বিবাহ করেন নাই? ইহার কিছু বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত আছ? সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র তাহার কারন আমি সকলি জ্ঞাত আছি তোমাকেও কহি তুমি শুন। এক দিবস রুমের রাণী আপন অট্টালিকার উপর বসিয়াছিলেন সেই অট্টালিকার নীচে এক উদ্যান ছিল তন্মধ্যে এক

বৃক্ষোপরে ময়ুর অণ্ড রাখিয়াছিল অকস্মাৎ ঐ ওদ্দানে অগ্নি লাগিয়া সকল তরু দগ্ধ হইয়া যখন সেই বৃক্ষের নিকটে অগ্নি পঁহুছিল তখন ময়ুর অগ্নির ওত্তাপ সহিতে না পারিয়া আপন স্ত্রী ও ডিম্ব ত্যাগ করিয়া কোন প্রকারে ওদ্দানের বাহির হইল ময়ুরী ডিম্বের মায়াতে স্থান ত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইল। রাজ্ঞী ইহাই দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে পুরুষ বড় বিশ্বাসঘাতক ও নির্দ্দয় অতএব আমি নিয়ম করিলাম আর কখন পুরুষের নাম শ্রবন করিব না। এই প্রকার বহুকাল গত হইল তথাপি রাজ্ঞী আর পুরুষের নাম করেন না। পাত্র এই কথা শুনিয়া ফগফুর চিনের সাক্ষাতে ওপস্থিত হইয়া কর যোড় করিয়া কহিলেক ও মহারাজ যে স্ত্রীর অবয়ব স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন আমি তাহার মুর্ত্তি এক পটে চিত্র করিয়া প্রত্যহ পথ মধ্যে রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম যে সকল মনুষ্য অন্য দেশহইতে আসিত আমি তাহারদিগকে

এই মূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু পূর্ব্ব দিবসাবধি কেহ কিছুই কহিতে পারে নাই অদ্য এক জন বিস্তর দেশ ভ্রমন করিয়া আমার নিকটে পঁহুছিল আমি তাহাকে ঐ পট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এ পটের বৃত্তান্ত কহিতে পার? তাহাতে সেই ব্যক্তি কহিলেক আমি কহিতে পারি এই চিত্রপটে রুমের রাজ্ঞীর প্রতি মূর্ত্তি লেখা আছে। ফগাফুর চিন ইহা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র অদ্য কোন লোক রুম দেশে প্রেরন কর কেননা আমি সেই রানীকে চাহি। পাত্র কহিলেক ও মহা রাজ শুন রানী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কখন পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন না। ফগাফুর চিন পুনর্ব্বার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন রানী কি হেতু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? পাত্র যে প্রকার বহু দেশদর্শির প্রমুখাৎ ময়ূরীর কথা শুনিয়াছিল তাহাই বিস্তারিত করিয়া রাজাকে কহিল। পরে ফগাফুর চিন বলিলেন তবে আমি কি করিব?

পাত্র কহিলেক যদ্যপি আপনি আজ্ঞা কর তবে আমি রুমদেশে যাইয়া তোমার প্রতিমূর্ত্তির পট তাহাকে দেখাই এবং আপনি যে রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাও কহি এবং যে প্রকারে রাণী তোমার ওপর আসক্তা হন তাহাও কহি। ফগফুর চিন ভাল বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিলেন। কিছু কালের পর পাত্র রুম দেশে পঁহুছিয়া আপনি চিত্র করিতে জানেন এই কথা কোন লোকের দ্বারা সেই সহরে ঘোষনা করাইলেন। দুই এক দিনের পর রাণী শুনিয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র এই সহরে এক উত্তম চিত্রকর আসিয়াছে অতএব তুমি তাহাকে শীঘ্র আমার নিকটে আনহ। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া লোক দ্বারা চিত্রকরকে আনাইয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যেং প্রকার চিত্র করিতে জান সেই সকল চিত্র রানীর অট্টালিকার মধ্যে কর। পরে চিত্রকর অট্টালিকার মধ্যে ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি আরং জন্তুরদের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করি

লেক। রানী ফগাফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর এই প্রতিমূর্ত্তি কোন ব্যক্তির? চিত্রকর কহিলেক এই প্রতিমূর্ত্তি ফগাফুর চিনের এবং তাঁহার গৃহে যে হরিন হরিনী আছে তাহারদেরও প্রতিমূর্ত্তি আমি লিখিয়াছি কিন্তু ফগাফুর চিন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন না। রানী ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর তাহার কারন কি?। তাহা কহ চিত্রকর ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক। এক দিবস ফগাফুর চিন অট্টালিকার ওপর বসিয়াছিলেন সেই অট্টালিকার নীচে এক হরনী প্রসব হইয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে নদী হইতে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল হরনী সেই জলের বেগ ধারন করিতে না পারিয়া বৎসকে ত্যাগ করিয়া পলাইল কিন্তু হরিন মমতা প্রযুক্ত বৎসের নিকট থাকিয়া বৎসের সহিত ডুবিয়া মরিল। রাজা সেই হরিনীকে মমতা হীনা দেখিয়া সেই অবধি স্ত্রীলোকের নাম করেন না। রানী

ইহাই শুনিয়া ফগাফুর চিনের কথা আর আপনার কথা ঐক্য করিয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যে যত রাজার কথা আমাকে কহিলে সে সত্য বটে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি পুরুষ কে নির্ম্মায়িক দেখিয়া পুরুষের নাম লওয়া ত্যাগ করিয়াছি রাজাও হরিণীকে নির্দ্দয়া দেখিয়া স্ত্রী লোকের নাম করেন না অতএব যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয় তবে বড় উত্তম হয়। পরে রানী ফগাফুর চিনের নিকট বিবাহের বার্ত্তা ভট্টের দ্বারা প্রেরণ করিলেন যে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহি তিনি সম্মত হইয়া আমাকে শীঘ্র বিবাহ করুন।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি বলিতেছ বটে আমি প্রীতি ত্যাগ করি কিন্তু পারিবা না কেননা এমত সকল বাক্যের যদি দুঢ়তা থাকিত তবে কদাচিত কমের রানী ফগাফুর চিনকে বিবাহ করিতেন না ও কর্ত্রী উঠ শীঘ্র আপন প্রিয়তমের সমীপে যাও।

যোজেস্তা ইহাই শুনিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ যোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন। আবদুল আজীজ বলিয়া এক রাজা ছিলেন তিনি আপন বয়ঃক্রমের মধ্যে দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না একারন সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তুমি কেন নিদ্রা যাও না?। মহারাজা আবদুল আজীজ কহিলেন যদি রাত্রে শয়ন করি তবে পুজা অর্চ্চনা হয় না এবং যদি দিবাতে শয়ন করি তবে পুজা নষ্ট হয় এজন্যে নিদ্রার সময় নিরূপন করিতে পারি না। ইহাই কহিয়া খোজেস্তা

কহিলেন ও তোতা আমি এই ভয় করিতেছি যদি প্রিয়তমের আজ্ঞাকারিনী থাকি তবে স্বামী ত্যাগ করিবেন যদি স্বামির বশীভুতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন দুই জনের মন রাখা বড় ভার অতএব বিবেচনা করিয়াছি যে ইহারদের প্রতি মন না রাখিয়া পরমেশ্বরকে ভাবিতে বাঞ্ছা করি। তোতা ইহাই শুনিয়া ওত্তর করিলেক ও কত্রী পরমেশ্বরকে ধ্যান করা সকলহইতে ওত্তম বটে কিন্তু যে কালের যে কর্ম্ম সেই কালে তাহা করিলে ভাল হয় অতএব এক্ষনে তোমার ইশ্বরকে ভাবিবার সময় নহে কেননা যেমত এক গর্দ্দভ আহ্লাদে গীত গাইয়া শেষে বন্ধনপ্রাপ্ত হইল পাছে সেই রূপ তোমার হয়। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই খর কি প্রকার বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগেতে অত্যন্ত প্রনয় ছিল

একারন সর্ব্বদা একত্র ভ্রমন করিত ও এক স্থানে থাকিত কতক দিবসের পর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে এক রাত্রিতে খর ও হরিন এই দুই পশুতে আহারার্থে এক উদ্দানের মধ্যে গমন করিয়া গর্দ্দভ আহ্লাদিত হইয়া হরিনকে কহিলেক ও হে হরিন এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে এবং মন্দ২ সমীরন বহিতেছে তাহাতে কস্তুরীর সৌরভ আসিয়া দিক সকল আমোদিত করিতেছে এখন গান করাতে মনের বড় তুষ্টি হয় এই হেতু আমি গীত গাইতে চাহি। হরিন ইহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া গর্দ্দভকে কহিলেক ও হে গর্দ্দভ তুমি গীতের কি জানহ তোমার গান শুনিয়া কেবল রজক ভাল বলিবেক আর কোন ব্যক্তিরা তোমার গান শুনিয়া হাস্য করিবেক অতএব তোমার গীতেতে কোন প্রয়োজন নাহি তুমি আমি চোরের ন্যায় এই উদ্দানে আসিয়াছি যদি তুমি আপন গুন প্রকাশ কর তবে উদ্দান রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া

ইহাই শুনিয়া জাগ্রত হইয়া আপন ভৃত্যেরদিগে
কে জাগাইয়া সেই চোরেরদিগকে ধরিয়া বন্ধন
করিলেক। এই কথা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিলেক
ও হরিন শুন আমি নগরে থাকি তুমি বনে থাক
অতএব গীত কি বস্তু তাহা তুমি জ্ঞাত নহ।
আমি তোমার বারন একান্ত শুনিব না ইহাই
বলিয়া গর্দ্দভ গীত আরম্ভ করিলেক অনন্তর
উদ্দান রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া তাহারদের দুই
পশুকে বন্ধন করিলেক। তোতা এই কথা সাঙ্গ
করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী শুন

তোমাকে এবং আমাকে কএদ করিবেক। যে মত চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন করিয়া এক গৃহের কোনে এক বোতল সুরা পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া সেই বোতল সম্মুখে রাখিয়া পরামর্শ করিলেক যে আইস সকলে প্রথম সুরাপান করি তাহার পর চুরি করিব। ইহাই স্থির করিয়া চোরেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল বাটীর কর্ত্তা

যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে তাহার ঐ পশুরদের এবং চোরেরদের ন্যায় দশা হয় অতএব তুমি পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া কার্য্য করিও। এখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাও। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হই লেন এই কালে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

৩৫ পঞ্চত্রিংশত ইতিহাস।—

এক রাজা এক কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ময়মুন খোজেস্তাকে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা শুকের নিকট যাইয়া কহিলেন ও তোতা প্রত্যহ রাত্রিতে তোমার সমীপে আমি আসিতেছি অথাচ আমার মনোভিলাষ পূর্ন হইল না। কিন্তু তুমি আমার লবন ভক্ষন করিয়াছ তাহারদিগে দৃষ্টি রাখিয়া শীঘ্র আমাকে বন্ধুর নিকট যাইতে অনুমতি কর তবে আমি বন্ধুসমীপে যাই। তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী কেন তুমি ভাবিতেছ অদ্য যে রূপে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট পঁহুছিতে পার তাহা আমি করিব কিন্তু যদি অন্য লোকহইতে তোমার এই গুপ্ত কথা

প্রকাশ হয় তবে তুমি রুমের রাজচক্রবর্ত্তির কন্যা যেমন জলের দ্বারা সতীত্ব জানাইয়াছিল তেমত তুমিও জানাইও। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

রুমদেশের নিকট এক রাজা ছিলেন এক দিবস সেই রাজার পাত্র রাজাকে কহিলেক ও মহারাজ রুমের রাজচক্রবর্ত্তির চন্দ্রবদনা অতি

সুন্দরী এক কন্যা আছে যদি রাজচক্রবর্ত্তী সেই কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দেন তবে অতি ওত্তম হয়। রাজা পাত্রের কথা পসন্দ করিয়া তৎক্ষনাৎ সেই রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন এবং এই বাক্য প্রেরন করিলেন যে আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। দূত রুমে পঁহুছিয়া সেই মহারাজচক্রবর্ত্তির সাক্ষাতে নানা বিধ সামগ্রী দিয়া আপন রাজার প্রেরিত বাক্য রুমের রাজাকে কহিলেক। রুমের মহা

রাজচক্রবর্ত্তী ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র রাজা জ্ঞান করিয়া সেই বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না তাহার পর সেই দূত আপন দেশে আসিয়া রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেক রাজা বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিস্তর সৈন্য একত্র করিয়া রুমদেশে প্রস্থান করিলেন পরে এই সংবাদ রুমদেশের ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন এবং রাজা পঁহুছিলে পর তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইলেন এবং আপনার কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাকে কহিলেন ও কন্যা শুন তোমার পুর্ব্বস্বামির এক পুত্র আছে এবং পুর্ব্বে যে তোমার বিবাহ হইয়াছিল তুমি এ কথা রাজার সাক্ষাতে একান্ত কহিও না। পরে কন্যাকে যখন রাজা আপন বাটীতে আনিলেন তখন কন্যা পুত্রের বিচ্ছেদে সর্ব্বদা দুঃখিতা থাকিতেন এবং ইচ্ছা করিতেন যে কোন কথার প্রসঙ্গ ক্রমে পুত্রের প্রসঙ্গ রাজার নিকট করিব এই পরামর্শ স্থির করিয়া থাকিলেন কিছু কাল পরে

রাজা কন্যাকে বহুমূল্য পুস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন কন্যা বাটা পাইয়া রাজাকে কহিলেন ও মহারাজ আমার পিতার নিকট এক গোলাম আছে সে বড় স্বর্ণাদির পরীক্ষা করিতে পারে যদি এই সময় সে এখানে থাকিত তবে ভাল মন্দ ইহার মধ্যে যে আছে তাহা কহিতে পারিত। রাজা ইহা শুবন করিয়া কহিলেন যদি তোমার পিতার নিকট সে গোলামকে আমি চাহি তবে তাহকে তোমার পিতা দিবেন কি না? কন্যা কহিলেন পিতা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় পৃতি পালন করিয়াছেন কদাচ দেন ইহা শুনিয়া রাজা সে গোলামকে লইবার বড় বাঞ্ছা করিয়া কন্যাকে কহিলেন ও প্রিয়া আমি এক সয়দাগরকে তাহার নিকট পাঠাই সয়দাগর যাইয়া গোলামকে বলে তুমি আমারদের রাজার নিকট চল তুমি এ স্থানে যে রূপ আছ সে স্থানে গেলে তোমার অধিক ভাল হইবেক গোলাম ইহা শুনিলে বুঝি আসিতে পারে। রাজা এই পরামর্শ স্থির করিয়া

এক জন সুবোধি সয়দাগারকে হীন সুদ্ধা বাণিজ্যের ছলেতে সেই গোলামকে আনিতে পাঠাইলেন। কন্যা রাজার অগোচরে সয়দাগারকে কহিলেন ও সয়দাগার তুমি যাহাকে আনিতে যাইতেছ সে গোলাম নহে কিন্তু আমার পুত্র তুমি এ কথা প্রকাশ করিও না এবং সে খানে গিয়া গোলাম বলিয়া অন্বেষণ করিও না কিন্তু জিজ্ঞাসা করিও যে রাজকন্যার নন্দনের অন্বেষণ করি তবে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবা সেই দেখাইয়া দিবেক। যখন আনিবা তখন তাহাকে কহিও এখানে আসিয়া সকলকে পরিচয় দেয় যে আমি রাজার দাস। কিন্তু তিনি আমার পুত্র ইহা যেন কাহাকেও কহেন না। পরে সয়দাগার ক্রমে পঁহুছিয়া বালকের সহিত সাক্ষাত করিয়া ঐ সকল কথা কহিলেন এবং বালকও তাহাতে সম্মত হইয়া সয়দাগারকে কহিলেক আমি তোমার সহিত গমন করিব এই কথার পরে সয় দাগার সেই বালককে আনিয়া আপন রাজার নিকট

উপস্থিত করিলেক। রাজা সেই বালককে সুন্দর এবং বিদ্বান দেখিয়া তুষ্ট হইয়া সয়দাগরকে যে দাত দিলেন। বালক রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম এবং আপন সম্বাদ কহিয়া পাঠাইলেন। কন্যা পুত্রের সম্বাদ শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন। অকস্মাৎ এক দিবস রাজা মৃগয়া করিতে গেলেন ইত্যবসরে কন্যা পুত্রকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া তাহার মুখাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দূর করিলেন। কিন্তু দ্বাররক্ষকেরা তাহাই দেখিয়া রাজা বাটী আসিবামাত্র যে কিছু দেখিয়াছিল সমস্ত রাজাকে কহিলেক। রাজা শুনিয়া কন্যার ওপর ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী দুষ্টা হবে একারন আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক। রাজা ইহাই স্থির করিয়া তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না। কন্যা বড় বুদ্ধিমতী বুঝিলেন রাজার বড় গুষ্যা আমার ওপর হইয়াছে বঝি আমি আমার পুত্রের মুখাদি চুম্বন করিয়াছিলাম তাহাই কোন মতে রাজা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন

একারন আমার ওপর ওষ্যা করিয়াছেন। কন্যা ইহাই ভাবিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও মহারাজ কেন ভাবিতেছ? রাজা ওত্তর করিলেন ও প্রিয়া আমার ভাবনার কারন শুন তুমি ওপায় করিয়া আপন প্রিয়তমকে আনাইয়াছ এবং আমি মৃগয়াতে গমন করিলে তাহার মুখ চুম্বন করিয়াছ আমি এই কারন ভাবিতেছি। ইহাই কহিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন ইহাকে নষ্ঠ করা ওচিত নহে কন্যা এই গোলামহইতে ভ্রষ্ঠা হইয়াছে অতএব গোলামকে নষ্ঠ করা ওপযুক্ত ইহা স্থির করিয়া এক দুতকে আজ্ঞা করিলেন এই গোলামকে এক গোপন স্থানে লইয়া এক্ষনে ইহার মস্তক ছেদন কর। দুত রাজআজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া তাহার রূপ দেখিয়া দয়া যুক্ত হইয়া কহিলেক ও বালক তুমি রাজার স্ত্রী জাত হইয়া কেন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলা? বালক কহিলেক ও রাজদুত শুন কন্যার গর্ব্বে এবং কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম রানী আমার মাতা কিন্তু

তিনি লজ্জা প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই তোমাকে আপন কথা যাথার্থ কহিলাম এখন আমি তোমার তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না এবং নষ্ট করিলেও কেহ রাখিতে পারে না অতএব যাহা উপযুক্ত হয় তাহা কর। দূত ইহাই শুনিয়া বালককে অনুগ্রহ করিয়া মনে বিবেচনা করিলেক যদি কখন রাজা এই পরিচয় শুনিয়া বালককে আমার স্থানে চাহেন তবে আমি কোথাহইতে দিব? অতএব এখন ইহাকে ছেদন করা আমার উচিত নহে। ইহা স্থির করিয়া বালককে নষ্ট করিল না কিন্তু পর দিবস রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক মহারাজ বালককে নষ্ট করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজার কিঞ্চিৎ ক্রোধ নিবৃত্তি হইল। কন্যা এই সকল দেখিয়া এবং শুনিয়া দুঃখিতা হইলেন কেননা সন্তান নষ্ট হইল এবং স্বামীও ত্যাগ করিলেন। পরে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ বাটীতে ছিল সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি: কন্যা

ইহাই শুনিয়া আপনার সমস্ত কথা সেই বৃদ্ধাকে অবগাত করাইলেন। বৃদ্ধা শুনিয়া উত্তর করিলেক তুমি খাতিরজমাতে থাক আমি এমত কৌষল করিব যে রাজা পুনরায় তোমাতে তুষ্ট হইবেন। রাজচক্রবর্ত্তির কন্যা কহিলেন ও মাতা আমার এই বেদনার ঔষধি তুমি যদি কর তবে তোমার জামার দামন আমি রত্নে পরিপুর্ন করিব। পরে এক দিবস সেই বৃদ্ধা রাজাকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তোমাকে কি কারন উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? রাজা কহিলেন ও গো মাতা আমার স্ত্রী গোলামের উপর আসক্ত হইয়া তাহাকে কমহইতে আনাইয়াছিল আমি তাহাকে নষ্ট করিয়াছি অথাচ আমার সে দঃখ যায় নাই কিন্তু এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও বুঝিতে পারি নাই এই জন্যে কন্যাকে নষ্ট করি নাই। বৃদ্ধা কহিলেক মহারাজ আমি এক কবজ জানি যখন কন্যা নিদ্রা যাইবেক তখন সেই কবজ কন্যার বক্ষস্থলে রাখিও তবে যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ

হইতে বাহির হইবেক। রাজা ইহা শুবন করিয়া বলিলেন ও মাতা সেই কবজ শীঘ্র আমাকে দেহ বৃদ্ধা ইহাই শুনিয়া এক কাগজে কবজ লেখিয়া রাজাকে দিয়া কন্যার নিকট যাইয়া যে কথা রাজার নিকট কহিয়াছিল সেই সকল কন্যাকে কহিয়া বলিল ও কন্যা যখন রাজা তোমার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিবেন তখন তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও যেমত আমাকে কহিয়াছিলা।

পরে এক প্রহর রাত্রি গতে রাজা কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিলেন। অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব্ব স্বামির জন্মিত ঐ পুত্রের কথা বিস্তারিত করিয়া কহিলেক। রাজা তাহা শুনিয়া সেই কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন ও প্রিয়া কেন এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমাকে কহ নাই? কন্যা বলিল ও মহারাজ আমি লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি নাই। রাজা তাহাই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দূতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও দূত তুমি বালককে আমার আস্থান

মারে নষ্ট করিয়াছ তাহার গোর কোথায়? দূত উত্তর করিলেক মহারাজ এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নষ্ট করি নাই কেননা যদি আপনি তাহাকে পুনর্ব্বার চাহেন তবে আমি কোথা হইতে দিব? মনুষ্য নষ্ট করিলে বাঁচান যায় না। ইহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি উত্তম করিয়াছ এখন তুমি সেই বালককে আমার নিকট আনহ। দূত শীঘ্র গমন করিয়া বালককে আনিলেক। কন্যা পুত্রকে দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

তোতা এই কথা শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও বত্রী যদি তোমার কোন মন্দ হয় তবে এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও এখন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় চরণাযুধ রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না। —

তারপর অকস্মাৎ ঐ দিবস ময়মুন বিদেশ

হইতে বাখড়িয়া বাটী আসিয়া সারীকে দেখিতে
না পাইয়া প্রথম খোজেস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
ও প্রিয়া সারী কোথায়? খোজেস্তা কিছু
ওত্তর করিলেন না তাহার পর ময়মুন তোতাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন। তোতা কহিলেক ও কর্ত্তা
সারীর দশার কথা আমার মুখে শুন এবং
খোজেস্তার চরিত্রের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর
পরে ময়মুন তোতাকে বলিলেন ও তোতা তুমি
সারীর কথা এবং খোজেস্তার চরিত্রের কথা
কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সারীর মৃত্যু এবং
খোজেস্তা যে পুরুষের ওপর আসক্ত হইয়াছিল
তাহার বিবরন কহিলেক। ময়মুন ইহা শুনিয়া
তৎক্ষনাৎ খোজেস্তাকে নষ্ট করিলেক।—

END

ইতি তোতা ইতিহাস সমাপ্ত।—